যৌথ পরিবারের মেজাজে কলকাতায় আবাসনের পুজো

মলয় সিনহা

পুজো বলতে একটা সময়ে বাঙালি বুঝত সকলের এক সাথে হওয়া। বছরে একবার পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন যে যেখানেই থাকুক না কেন ওই চার দিন হয়ে উঠত যৌথ একটা পরিবার। সে দিন আজ অতীত। পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ পুরনো পাড়াতেও আজকাল প্রতিবেশীরা কেমন যেন গা-ছাড়া। কিন্তু যৌথ পরিবারের স্বাদ এখন নতুন করে পাওয়া যাচ্ছে শহরের আবাসনগুলিতে। কোথাও ১০০, কোথাও-বা ৩০০, কোথাও ৫০০ পরিবারের এক সঙ্গে বসবাস করেন। সারা বছরের পুজোপার্বণ-সহ নানা অনুষ্ঠান ঘিরে অনবরত যোগাযোগ থেকে আবাসনগুলোই হয়ে উঠছে পাড়া তথা যৌথ পরিবারের বিকল্প। আর আবাসনের দুর্গাপুজোতেই এখন পাওয়া যায় যৌথ পারিবারিক পুজোর মেজাজও।

ভিক্টোরিয়া গ্রিনজ আবাসন

সারা বছর কর্মসূত্রে কেউ শহরের বাইরে থাকেন, কেউবা বিদেশে। তবে পুজোর সময় সে নিয়মে ছেদ। সব কিছু ছেড়েছুড়ে তাঁরা চলে আসেন নিজেদের আবাসনে। পরিবার-বন্ধু-আবাসিকদের নিয়ে মাতেন পুজোর আনন্দে। এই ছবি দেখা যায় আমাদের প্রাঙ্গণে। জানালেন গড়িয়া এলাকার ভিক্টোরিয়া গ্রিনজ আবাসনের পুজো কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক শুভশ্রী গুহ। তাঁর কথায়, 'আমাদের পুজো ১৯তম বর্ষে পড়ল। কোভিডের জন্য দু'বছর পর সবাই প্রাণ খুলে উৎসবে মাতবেন। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর আমাদের থিম। সেই ভাবনায় তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। দেওয়া হবে আলোকসজ্জা।' অন্যতম সম্পাদক চৈতালি মজুমদার জানালেন, 'গোটা আবাসনের আবাসিকরা একটা যৌথ পরিবার। একসঙ্গে আড্ডা, অষ্টমীতে অঞ্জলি। সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, আবৃত্তি, নাটক এবং নৃত্য— সবই

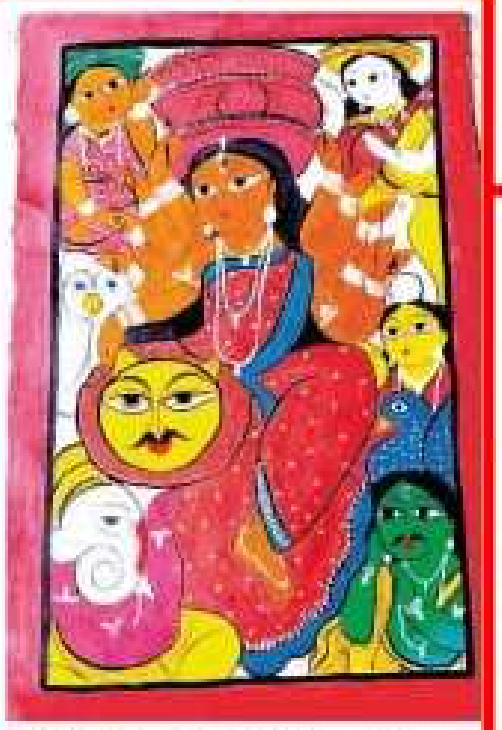

পটচিত্র দিয়ে ইস্টার্ন হাই আবাসনে চলছে মণ্ডপসজ্জা। ছবি: আজকাল

ইস্টার্ন হাই আবাসন

নিউ টাউন বাসস্ট্যান্ডের ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে ইস্টার্ন হাই আবাসন। ৪৫০টি ফ্ল্যাট রয়েছে। বর্তমানে ৩৫০ পরিবার থাকে। সারা বছর নানা কর্মসূচির পালন করি একটা যৌথ পরিবারে মতো। আমাদের দুর্গাপুজো ১২ বছরে পড়ল। জানালেন আবাসনের পুজো কমিটির সম্পাদক চিত্ররূপ চৌধুরি। তিনি জানালেন, 'আবাসনের মহিলারা, ছোটরা মাটির বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে মণ্ডপ সাজাচ্ছেন। সবং-পিংলার দুই শিল্পী দিয়ে পটচিত্র করছেন। ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা। পুজোর চারদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি দল তৈরি করা হয়েছে। ইউটিউবে লাইভ। আবাসনের বাচ্চা, মহিলা, পুরুষ— সবাই মিলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।'

পঞ্চশীল ভাটিকা আবাসন

বিরাটি স্টেশন এলাকায় পঞ্চশীল ভাটিকা আবাসন। ২৩২টি পরিবারের বাস। দুর্গাপুজো এবারে সাত বছর পূর্ণ হবে। উদ্যোক্তা সুজয় বিশ্বাস জানালেন, 'পঞ্চমীর দিন উদ্বোধন। আমাদের আবাসনে সব বয়সিদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। গোটা আবাসন একটা পরিবার। পুজোর পাঁচদিনে তিনটি নাটক, নৃত্য, আবৃত্তি হবে। নবমীর দিন বাইরে থেকে শিল্পী আনা হবে। এর সঙ্গে থাকছে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। এবারের বিশেষ আকর্ষণ নাড়ু উৎসব। আবাসনের মহিলারা গান গাইতে গাইতে নাড়ু পাকাবেন। দশমীতে দেবীবরণ এবং সিঁদুর খেলায় মাতবেন মহিলারা।'

নারকেলডাঙা নর্থ রোড পুলিশ আবাসন

উত্তর কলকাতার নারকেলডাঙা নর্থ রোড পুলিশ আবাসনে ২০০টি পরিবার থাকে। এই আবাসনের পুজো ৫৭ বছরে পড়ল। পুলিশ আবাসনের পুজো কমিটির সহ-সভাপতি অনুপ দাস জানালেন, 'পুজোর সময় আমাদের ডিউটিতে থাকতে হয়। যে যখন সময় পান মণ্ডপে চলে আসেন। পুজোর আয়োজনের বড়